কালের কণ্ঠ

তারিখ ..25 FEB 2016...
পৃষ্ঠা ...২...৪... কলাম ...১.....

বাড়ছে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা

নতুন কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নিন

বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ভালো। অবকাঠামোগত উন্নয়নও দৃশ্যমান। মান নিশ্চিত না হলেও শিক্ষায় পাসের হার বেড়েছে। প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান বেড়েছে। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনা মূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া ও উপবৃত্তি প্রদানসহ সরকারের নেওয়া নানা পদক্ষেপের কারণে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমে এসেছে। তার ফল পেতে শুরু করেছে বাংলাদেশ। শুধু ২০১৪ সালেই দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাস করেছেন পাঁচ লাখ ৫০ হাজার ৩০২ জন। উচ্চশিক্ষা নিতে আসা শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য থাকে নির্ভর করার মতো কর্মসংস্থান। কিন্তু সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ প্রতিবছর বেকার থেকে যাচ্ছেন। তাঁদের কর্মসংস্থান হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে অনেকেই এমন কাজে ঢুকছেন, যে কাজ তাঁদের জন্য নয়। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রধান আকর্ষণ সরকারি চাকরি। এর বাইরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। কিন্তু বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ কমে যাওয়ায় সেখানেও কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে গেছে। ফলে এসএসসি পাস এমএলএসএস পদের জন্যও স্নাতক বা স্নাতকোত্তরদের আবেদন করতে দেখা যায়। উপযুক্ত কর্মসংস্থান না হওয়ায় দেশের একটি বড় অংশ হতাশায় ডুবে যাচ্ছে। তরুণদের হতাশা থেকে মুক্ত করতে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে সমাজের অপশক্তি এই সুযোগ নিয়ে তরুণদের বিপথে চালিত করতে পারে।

গতকালের কালের কণ্ঠে শীর্ষ খবর হিসেবে শিক্ষিত বেকারদের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা খুবই উদ্বেগজনক। সরকারের হিসাব উদ্ধৃত করে খবরে বলা হয়েছে, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ৬০ হাজার ২৯২ জন গত পাঁচ বছরে সরকারের কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পেয়েছেন। আবার কর্মচারী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত দুই লাখ পাঁচ হাজার ৯৮৩ জনেরও শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর। অর্থাৎ প্রতিবছর যে বিপুলসংখ্যক তরুণ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বের হচ্ছেন, তাঁদের সিংহ ভাগই থেকে যাচ্ছেন উপযুক্ত কর্মসংস্থানের বাইরে। শিক্ষিত বেকার তরুণদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা খুব কঠিন কাজ নয়। এখনো সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে প্রায় আড়াই লাখ পদ শূন্য রয়েছে। এসব পদে নিয়োগ দিলে সমানসংখ্যক শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান হবে। তবে সবার আগে দরকার সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। সরকারের এক শীর্ষ কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে বলেছেন, এখানে কোনো হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট নেই। শূন্য পদ পূরণে কোনো নীতিমালা নেই। সময়মতো শূন্য পদ পূরণ হয় না। জনপ্রশাসন নিয়ে কোনো গবেষণাও নেই। সরকারি খাতের বাইরে বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকলেও তা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ বিনিয়োগের অভাবে বেসরকারি খাত সম্প্রসারিত হচ্ছে না। অন্যদিকে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়লেও বেসরকারি খাতের উপযোগী কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ পাওয়া যাচ্ছে না।

দেশে কর্মক্ষম শিক্ষিত জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, সে হারে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে জরুরি ভিত্তিতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে উদ্যোগ নিতে হবে। আমরা আশা করব, সংশ্লিষ্ট মহল বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে।